মোর থিংস ইন হ্যাভেন অ্যান্ড আর্থ

জর্জ সাধারণত চুপচাপ থাকে ডিনারের সময়। এমনকি আমি বকবক করলেও আমাকে থামাতে চেষ্টা করে না। গত কয়েক দিনে কী করেছি না করেছি, এ রকম বেশ কিছু ঘটনা থেকে বেছে নিই দু'চারটে। তারপর সেগুলো ঘোরানো-প্যাঁচানো কথায় বলতে থাকি জর্জের কাছে। সবচে' মজার ঘটনাটি সরল ভাষায় বলার সময় জর্জ যখন অবজ্ঞার সাথে একটুখানি হাসে, তাতেই উবে যায় আমার সব রস।

তারপর ডিজার্ট খাওয়ার সময় পেটের একদম গভীর থেকে টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। ডিনারের শুরুতে যে মজাদার বাগদা চিংড়ি খেয়েছে জর্জ, তার নিশ্বাসে পুরোপুরি তৃপ্তির আভাস পেলাম না।

'কী ব্যাপার, জর্জ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'মনে হচ্ছে কিছু একটা তড়পাচ্ছে তোমার মনে?'

'তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি দেখে অবাক হচ্ছি আমি,' বলল জর্জ। 'এমনকি সাধারণত দেখা যায় না তোমার মাঝে। তুমি সচরাচর তোমার ওই ছাতামাথা লেখার ভেতর এত ডুবে থাক, অন্যের দুঃখদুর্দশার দিকে চোখ যায় না তোমার।'

'তা ঠিক,' বললাম আমি। 'কিন্তু যখনই অন্যের দিকে নজর দিয়েছি, পকেট থেকে পয়সা খসেছে আমার। কখনো অন্যথা হয়নি এর।'

'আমি এখন শুধু আমার এক পুরনো বন্ধুর কথা ভাবছি সেই অভাগার নাম ভিসারিওন জনসন। তুমি বোধহয় কখনো নাম শোনোনি তার।'

'না, শুনিনি।'

'বিরাট এক খ্যাতি রয়েছে এই নামে।'

তবে তোমার মতো সীমিত গণ্ডির মর্যাদাহানিকর লোকের এ নাম না শোনাটা কিছু নয়। ভিসারিওন একজন বিরাট অর্থনীতিবিদ।'

www.banglainternet.com

'নিশ্চয়ই রঙ্গ করছ,' বললাম আমি। 'একজন অর্থনীতিবিদের সাথে তোমার পরিচয় হল কিভাবে ? এটা তো তোমার জন্যেও মর্যাদাহানিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'মর্যাদা হানিকর ? বিরাট এক শিক্ষিত লোক এই ভিসারিওন জনসন।'

'সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার,' বললাম আমি। 'আমি অবাক হয়েছি পুরোটা পেশার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের নামে গল্প আছে একটা। একবার তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ফেডারেল বাজেট নিয়ে। সমস্যার সমাধানের জন্যে এক পদার্থ বিজ্ঞানীকে ডাকেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞেসা করেন, "দুই এবং দুই কী ?" পদার্থ বিজ্ঞানী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "চার, মি. প্রেসিডেন্ট।" '

'রিগ্যান মুহূর্ত ভাবলেন এ নিয়ে, আঙুল দিয়ে হিসেব করে দেখলেন, শেষে তৃপ্ত হতে পারলেন না পদার্থ বিজ্ঞানীর জবাবে। এবার তিনি এক পরিসংখ্যানবিদকে জিজ্ঞেস করলেন, "দুই এবং দুই কী ?" পরিসংখ্যানবিদ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের সর্বশেষ ভোটাভুটি, মি. প্রেসিডেন্ট। একগাদা হিসেব রয়েছে এই ভোটাভুটিতে, যার গড় চারের কাছাকাছি।"

'কিন্তু বাজেট সমস্যা রয়েই গেল প্রশ্নের ভেতর। রিগ্যান তখন ভাবলেন, আরো উঁচুতে যাওয়া উচিত তাঁর। তিনি এবার এক অর্থনীতিবিদকে প্রশ্ন করলেন, "দুই এবং দুই কী ?" অর্থনীতিবিদ চেহারাটা কুঁচকে চকিতে দেখে নিলেন এদিক ওদিক, তারপর ফিসফিস করে বললেন, "কী জবাব দিলে আপনি খুশি হবেন, মি. প্রেসিডেন্ট ?" '

জর্জ কথায় বা মুখের অভিব্যক্তিতে কোন কৌতূহল দেখাল না এ ব্যাপারে। সে বলল, 'অর্থনীতির ব্যাপারে তুমি আদৌ কিছু জান না, বন্ধু।'

'অর্থনীতিবিদরাও জানেন না, জর্জ,' বললাম আমি।

'কাজেই আমার ভালো বন্ধু অর্থনীতিবিদ ভিসারিওন জনগণের দুঃখের কাহিনীটা বলতে দাও আমাকে। কয়েক বছর আগে ঘটেছিল এটা।'

তোমাকে তো বলেছি, ভিসারিওন জনসন [জর্জ বলল] একজন অর্থনীতিবিদ। সে তার পেশায় একেবারে শীর্ষে বা তার কাছাকাছি অবস্থানে ছিল। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াশোনা করে সে। সেখানে স্বচ্ছন্দে জটিল সব সমীকরণের সমাধান করতে শেখে।

গ্র্যাজুয়েশনের পর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে প্র্যাকটিসে। প্রচুর ক্লায়েন্ট জুটে যাওয়ায় ভালো তহবিল গড়ে তোলে সে। রোজকার শেয়ার বাজার

www.banglainternet.com

থেকে ফায়দা লোটার কৌশলটা রপ্ত করে ফেলে ভালোভাবে। তার দক্ষতার কারণে হাতে গোনা দু'একজন ক্লায়েন্ট কদাচিৎ মার খেত ব্যবসায়।

শেয়ার বাজারে ওঠা-নামা সম্পর্কে বেশ ক'বার সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে সে। পরদিন শেয়ার বাজার উঠবে কি নামবে, আর ওঠা-নামা ক্লায়েন্টের পক্ষে না বিপক্ষে যাবে, এ ব্যাপারে নিখুঁতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত।

তার এই ব্যবসায়িক সাফল্য স্বভাবতই বিখ্যাত করে তোলে তাকে। জ্যাকল অফ ওয়াল স্ট্রিট বনে যায় সে। শেয়ার বাজারের বিখ্যাত সব প্র্যাকটিশনাররা তার আদর্শ অনুসরণ করত দ্রুত টাকা রোজগারের ব্যাপারে।

কিন্তু আমার এই বন্ধুর চোখ দু'টি স্থির ছিল শেয়ার বাজারের চেয়ে বড় কিছুর ওপর। সেটা ব্যবসায়িক কৌশলের চেয়ে বড় কিছু, ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার চেয়ে বড়। সে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অর্থনীতিবিদ পদে অধিষ্ঠিত হতে, কিংবা বলা যায়, একজন অর্থনীতিবিদের যে কাজটি আরো বেশি সুপরিচিত, সেই 'প্রেসিডেন্টের অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা' হতে চেয়েছিল।

তোমার যে গণ্ডিবদ্ধ আগ্রহ, তাতে প্রধান অর্থনীতিবিদের পদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার কথা নয়। চূড়ান্ত রকমের নাজুক পদ এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যার মাধ্যমে সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হয়। তাঁকে টাকা-পয়সার লেনদেন এবং ব্যাংকের কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট হয় কোনো পরামর্শ দেন কিংবা ভোট প্রয়োগ করেন, যার প্রভাব গিয়ে পড়ে কৃষি, বাণিজ্য এবং কলকারখানার ওপর। জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত কোথার কিভাবে কোন খাতে যাবে, সব ভাগ করে দেন প্রেসিডেন্ট। এই টাকা কিছু চলে যায় সামরিক বাহিনীর জন্যে, কিছু পড়ে থাকে অন্যান্য কাজের জন্যে। প্রেসিডেন্টের যাবতীয় এই কর্মকাণ্ড আপর্তিত হয় প্রধান অর্থনীতিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী। তাঁর পরামর্শকে সবার আগে সব চে' বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট যখন এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাড়াচাড়া করেন, তখন প্রধান অর্থনীতিবিদকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। শুধু তাই নয়। প্রেসিডেন্ট ঠিক যে জিনিসটি শুনতে চান, সেটাই নিখুঁতভাবে

www.banglainternet.com

শোনাতে হয় প্রধান অর্থনীতিবদিকে। এসব পরামর্শের সাথে আবার যোগ করে দিতে হয় এমন কিছু প্রবাদ, প্রকৃত পক্ষে যে সব কথার আদৌ কোনো অর্থ থাকে না। প্রেসিডেন্ট সে সব পালাক্রমে উপস্থাপন করেন মার্কিন জনগণের কাছে। তুমি যে আমাকে প্রেসিডেন্ট, পদার্থ বিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ আর অর্থনীতিবীদের গল্পটা বললে, বন্ধু, আমি এক মুহূর্ত ভেবে দেখেছি সেটা।

প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম, একজন অর্থনীতিবিদের নাজুক অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছ তুমি। কিন্তু পরে যেভাবে খ্যাকখ্যাক করে হাসলে, পরিষ্কার টের পেলাম কিছুই বোঝোনি আসলে। আসল জিনিসটাই মিস করেছ। আমি দুঃখ পেয়েছি তোমার এ কাণ্ড দেখে।

এর মধ্যে ভিসারিওনের বয়স পৌঁছে গেল চল্লিশে। এত দিনে যে কোন উঁচু পদে চাকরি করার সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে সে। সরকারি ইকোনমিকস ইন্সটিটিউটে ব্যাপকভাবে একথা ছড়িয়ে গেছে, গত সাত বছরে অর্থনীতির কোনো প্রসঙ্গে ভিসারিওন জনসনের কাছে কেউ কিছু জানতে গিয়ে ফিরে আসেনি কখনো। আরো ব্যাপার রয়েছে, তাঁর বিপুল প্রশংসা তাঁকে নির্বাচিত করেছে সি ডি আর এর ছোট্ট সার্কেলে।

শুধু টাইপরাইটার ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে তো তোমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। সম্ভবত সি ডি আর-এর নাম তুমি শোনোনি কখনো। এই অক্ষর তিনটিকে বড় করলে দাঁড়ায় ক্লাব অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস। বাস্তবে এই সমিতির কথা খুব কম লোক জানে। অর্থনীতিবিদদের ভেতর যাঁরা নিচের দিকে রয়েছেন, তারা তো এ সমিতির কথা জানেনই না। বাঘা বাঘা কয়েক জন অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র এক ছোট্ট সমিতি এটা। অর্থনীতির বিস্ময়কর জটিল জগৎ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান তাঁদের। একবার এক রাজনীতিবিদ অর্থনীতির এই বিস্ময়কর জগৎটাকে তাঁর নিজের ভাষায় বলেছিলেন, 'ভুডু ইকোনমিকস।'

সবাই এটা খুব ভালো করে জানে, সিডিআর-এর বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না ফেডারেল সরকারের ভেতর, তবে ভেতরে যাঁরা আছেন তাঁরা পারেন। কাজেই। যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সি ডি আর-এর চেয়ারম্যান মারা গেলেন, প্রতিষ্ঠানটির এক কমিটি গিয়ে দেখা করল ভিসারিওন জনসনের সাথে। তাকে প্রস্তাব করা হল পদটি। ভিসারিওন তো এই চায়। সি ডি আর-এর চেয়ারম্যান হলে, প্রেসিডেন্টের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হয়ে যাবে ভিসারিওনের

www.banglainternet.com

জন্যে। পরবর্তী সুযোগ এলেই সে পেয়ে যাবে পদটি। তখন অত্যন্ত প্রভাব থাকবে তার, ক্ষমতার একটা উৎসে পরিণত হবে সে। নিজ হাতে প্রেসিডেন্টের হাতকে পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

এরপরেও, একটা ব্যাপারে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ভিসারিওন। ভয়ানক এক উভয়সঙ্কট সেটা। ঠাণ্ডা মাথার কারও সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করল সে, যার রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরণাপন্ন হল। ওরকম পরিস্থিতিতে অন্য যে কেউ তাই করবে।

'জর্জ,' বলল সে। 'সি ডি আর-এর চেয়ারম্যান হতে পারলে আমার বিরাট প্রত্যাশা আর দুরন্ত স্বপ্নগুলো পূরণ হয়ে যাবে। আমার জন্যে গৌরবময় ভবিষ্যতের পথ খুলে দেবে এটা। হয়তো বা এ পথ আমার জন্যে দ্বিতীয় সুযোগও নিশ্চিত করে দেবে, হয়তো বা আমি সবাইকে ছাড়িয়ে যাব– যুক্তরাষ্টের প্রধান বৈজ্ঞানিক।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা?'

'তুমি যদি ইনফরমাল হতে চাও, তাহলে বলব হ্যাঁ। এজন্যে আমার দরকার শুধু সি ডি আর-এর চেয়ারম্যান হওয়া। তাহলে দু'বছরের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে প্রধান অর্থনীতিবিদ হয়ে যাব। তাছাড়া—'

'তাছাড়া?' বললাম আমি।

নিজেকে যেন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল ভিসারিওন। বলল, 'আমাকে একদম গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হচ্ছে। সি ডি আর, অর্থাৎ দ্য ক্লাব অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস প্রতিষ্ঠিত হয় আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে। ক্লাবের নামটা বাছাই করা হয়েছে ডিমিনিশিং রিটার্নস-এর সূত্র থেকে। কারণ সব অর্থনীতিবিদ এই সূত্র সম্পর্কে জানে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে শেয়ার বাজারে যে বড় ধরনের ধস নামে, সে ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি। তো, বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে বছরের পর বছর প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্বাচিত হন তিনি। এভাবে একটানা বত্রিশ বছর প্রেসিডেন্ট থাকার পর, অশীতিপর হয়ে মারা যান ভদ্রলোক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়ানব্বই বছর।'

'বড় প্রশংসনীয় তাঁর ভুমিকা,' বললাম আমি। 'বেশিরভাগ মানুষ অনেক আগেই এসব দায়দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। শুধু চারিত্রিক দৃঢ়তা আর স্থির সঙ্কল্পের জন্যেই ছিয়ানব্বই বছর বা তার বেশি বয়স পর্যন্ত কাজে লেগে থাকা সম্ভব।'

www.banglainternet.com

'আমাদের দ্বিতীয় চেয়ারম্যানের স্থায়িত্বও প্রায় একই বছর। 'একটানা ষালো বছর এই পদটাকে ধরে রাখেন তিনি। তবে একমাত্র দ্বিতীয় চয়ারম্যানই প্রধান অর্থনীতিবিদ হতে পারেননি। তৃতীয় চেয়ারম্যানের এ াদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো যোগ্যতা ছিল এবং নিযুক্তও হয়েছিলেন। মাস ই. ডিউওয়ে তাঁকে নিয়োগপত্র দেন। একটানা আট বছর এ পদে াকার পর নির্বাচনের ঠিক আগের দিন কোনো কারণে মারা যান তিনি। তুর্থ চেয়ারম্যান মাত্র চার বছর ছিলেন উল্লিখিত পদে। আমাদের র্বশেষ চেয়ারম্যান,মাত্র গত মাসে মারা গেলেন যিনি, তিনি ওই পদে লেন মাত্র দু'বছর। এতক্ষণ যা বললাম, এর মাঝে অদ্ভুত কিছু দেখতে য়েছ, জর্জ ?'

'অদ্ভুত কিছু ? আচ্ছা, তাঁদের সবার কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ?'

'অবশ্যই।'

ঠক আছে বুঝতে পেরেছি। সে পদ তাঁর ধরে রেখেছিলেন, সেটাই হচ্ছে দ্ভুত কিছু।'

'কচু বুঝেছ,' কিছুটা রুক্ষতা প্রকাশ পেল ভিসারিওনের কণ্ঠে, 'আমি ামার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি চেয়ারম্যানদের কার্যকালের দিকে। বত্রিশ, ালো, আট, চার, এবং দুই।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'সংখ্যা তো দেখছি ক্রমে ছোট হয়ে সেছে।'

'সংখ্যা যে শুধু ছোট হয়ে এসেছে—তাই নয়, আগের সংখ্যার চেয়ে তিটা পরবর্তী সংখ্যা ঠিক অর্ধেক। বিশ্বাস করো, একজন পদার্থবিজ্ঞানী য়ে পরীক্ষা করিয়েছি আমি।'

'তুমি তো জান, তোমার কথা সব সময় আমি ঠিক বলে ধরে নিয়ে কি। আচ্ছা, আর কেউ জানে ব্যাপারটা ?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ভিসারিওন। 'আমার ক্লাবের বন্ধুদের আমি দেখিয়েছি গারটা। তারা বলেছে, প্রেসিডেন্ট সরকারিভাবে ঘোষণা না দিলে রিসংখ্যানের দিক দিয়ে এটা কোনো গুরুত্ব বহন করবে না। কিন্তু তুমি টার মহাত্ম্য দেখতে পাচ্ছ না ? চেয়ারম্যান হিসেবে আমি যদি এই পদ ভ করি, নির্ঘাত মারা যাব এক বছর পর। সুনিশ্চিত এটা। আর তাই দ হয়, তাহলে তো পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার যোগটা আমি পাচ্ছি না।'

www.banglainternet.com

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভিসারিওন, তুমি সত্যিই একটা ঘোরচক্করের ভেতর পড়ে গেছ। আমি অনেক সরকারি কর্মকর্তাকে চিনি, যাদের কপালের ঠিক পেছনে সত্যিকারে প্রাণ বলে কিছু নেই, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না সেটা। আমাকে এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় দাও একদিন। দেবে নাকি, ভিসারিওন?'

পরদিন আবার দেখা করলাম আমরা। একই সময়, ঠিক একই জায়গায়। চমৎকার এক রেস্তোরাঁ ছিল সেটা। আর ভিসারিওন তোমার মতো আমাকে রুটির টুকরো খাওয়ায়নি। আর যাই হোক, চিংড়ির স্কাম্পি খাওয়াতে গাঁইগুঁই করেনি ভিসারিওন।

এটা ছিল পরিষ্কার অ্যাজাজেলের কাজ। আমার দুই সেন্টিমিটার উচ্চতার ছোট্ট ভূতটাকে এ কাজের ভার দিয়ে প্রমাণ মিলেছিল তার। সে তার অন্যভুবনের শক্তি দিয়ে করে ফেলে কাজটা।

ভিসারিওন এমন এক মানুষ, রেস্তোরাঁ পছন্দ করার বেলায়ই যে শুধু সুরুচির পরিচয় দিয়েছে তা নয়। তার একটা ব্যাপারে আমি সত্যিকারে যা অনুভব করেছি, দেশ ও জাতির জন্যে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে সে। অধিকতর সুবিবেচনার সাথে প্রেসিডেন্টের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে জনগনের আপত্তির বিরুদ্ধে। দেখতে হবে তো, কারা তাদের নির্বাচিত করেছে?

আমার ডাকে হাজির হয়ে অ্যাজাজেল যে খুশি হয়েছিল, তা নয়। আমাকে দেখামাত্র খুদে হাত দুটো ছুঁড়তে শুরু করল সে। হাত দুটো আমার জন্যে এত ছোট যে, পরিষ্কারভাবে দেখা মুশকিল। সেগুলো দেখতে ঠিক আয়তাকার পিজ বোর্ডের অদ্ভুত ডিজাইনের মতো।

'এই যে!' খেঁকিয়ে উঠল সে। কুঁচকে গেছে তার পুঁচকে চেহারাটা, রাগের চোটে হলদে রঙটা কড়াভাবে ফুটেছে চেহারায়। খুদে লেজটা এদিক-ওদিক নড়ছে অস্থিরভাবে, প্রচণ্ড আবেগের তাড়নায় কাঁপছে কপালে পিচ্চি শিঙ দুটো।

'তুমি কি টের পাও একগাদা নোংরামোতে ভরা একটা ইতর তুমি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ইস, একটা জোচিল শেষতক এসে গিয়েছিল আমার হাতে। শুধু একটা জোচিল নয়, কিউমিন এবং রেইলসও পেয়েছিলাম একজোড়া। এই বাজিতে মোটেও ছাড়তাম না আমি। টেবিলের সব দান মেরে সাফ করে দিতাম।'

www.banglainternet.com

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'জানি না কী নিয়ে বকবক করছ, তবে মনে হচ্ছে জুয়া খেলছিলে তুমি। ভালো কোনো সভ্য কাজ হল এটা ? একদল নিষ্কর্মার সাথে জুয়া খেলে বেড়াচ্ছ, এটা শুনলে তোমার মা বেচারি কী বলবে বল তো ?'

আমার কথায় হকচকিয়ে গেল অ্যাজাজেল। অস্পষ্টভাবে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মায়েরা সত্যিই আঘাত পাবেন। তিন মা-ই ভেঙে পড়বেন। বিশেষ করে আমার মেজ মা, আমার জন্যে যিনি বড় বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন।'

গলা সপ্তমে চড়িয়ে এমনভাবে সে হা-পিত্যেশ ছুড়ে দিল, কানের ফারফা।

'শোনো, শোনো,' সান্ত্বনার সুরে বললাম আমি। কান দুটোকে রক্ষা করতে ফুটো দুটোতে আঙুল গুঁজে দেয়ার উপক্রম হল, কিন্তু এটা তাকে আঘাত দিতে পারে। শেষে বললাম, 'পৃথিবীর এক দামি লোকের উপকার করে এই পাপমোচন করতে পার তুমি।'

ভিসারিওন জনসনের ঘটনাটা খুলে বললাম তাকে।

'হুঁ-ম্-ম্,' বলল অ্যাজাজেল।

'এর মানে কী ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলাম আমি।

'এর মানে "হুঁম্ম",' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাজাজেল।

'আচ্ছা, তোমার বন্ধুর এই ঘটনায় অন্য কিছু থাকতে পারে বলে মনে করো তুমি ?'

'হ্যাঁ, মনে করো না এসব নিছক কাকতালীয় ঘটনা, যা ভিসারিওনের পেক্ষা করা উচিত।'

'ঠিকই বলেছ, সম্ভবত এসব কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, যে কারণে পেক্ষা করার সাহস পায়নি ভিসারিওন। প্রকৃতির একটা নিয়ম অনুযায়ী াজ করে যাচ্ছে এটা।'

'এটা প্রকৃতির নিয়ম হয় কিভাবে ?'

'তুমি কি ভাব যে, প্রকৃতির সব নিয়ম সম্পর্কে জান ?'

'মোটেও না!'

'অবশ্যই নয়। আমাদের মহাকবি চীফপ্রীস্ট একবার দু'চরণ খেছিলেন এ নিয়ে। আমি আমার অসাধারণ কাব্য প্রতিভা দিয়ে ামাদের বর্বর ভাষায় অনুবাদ করেছি সেটা।'

অ্যাজাজেল তার গলাটা পরিষ্কার করে দিয়ে ভাবল মুহূর্তেক, তারপর াৎকার একটা পংক্তি আওড়াল প্রকৃতি নিয়ে :

www.banglainternet.com

"অল নেচার ইজ বাট আর্ট, আননোন টু দা ;
"অল চান্স, ডাইরেকশন, হুইচ দো কানস্ট নট সী।"

আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলাম, 'এর মানে কী ?'

'এর মানে হচ্ছে, বিভিন্ন ঘটনার সাথে প্রকৃতির একটা নিয়ম জড়িত। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে সেটা কী। আমাদের পছন্দ অনুযায়ী ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করে কোনো সুবিধে বাগাতে পারে এই নিয়ম। আমরা দেখব কিভাবে হয় সেটা। এই হচ্ছে পংক্তিটার অর্থ। তুমি মনে করো, আমাদের এক মহাকবি মিথ্যে বলতে পারেন ?'

'বাদ দাও, এখন তুমি আমার বন্ধুর ব্যাপারে কিছু করতে পারবে কি না বল ?'

'সম্ভবত পারব। জান প্রচুর আইন রয়েছে প্রকৃতির।'

'তাই ?'

'আরে, হ্যাঁ। প্রকৃতির ছোট্ট এক সুন্দর সূত্র রয়েছে, যার আকর্ষণীয় সমীকরণটিকে কাজে লাগিয়ে চমৎকার ফল পাওয়া যেতে পারে। এটা সম্ভব। চেয়ারম্যান পদের স্থায়িত্ব কমে আসার যে অদ্ভুত ধারা, সেটা প্রকৃতির সূত্র ধরে চলে আসছে বলে মনে হচ্ছে আমার। এখন আমি যদি তোমার বন্ধুর নেচারটাকে বদলে দিতে পারি, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো ক্ষতি থেকে তার বেঁচে যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এমনিতে শারীরিক যে ক্ষয়, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মটা রোধ করতে পারবে না সে। আমি তার ওপর যে কাজটা করব বলে ঠিক করেছি, সেটা অমর করতে পারবে না তাকে। তবে এ ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে, কোনো রোগ সংক্রমণ বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে না তার। আমার তো ধারণা, এ ব্যাপারটি আত্মতৃপ্তি এনে দেবে তাকে।'

'এক্কেবারে ঠিক। কিন্তু কখন ঘটবে সেটা ?'

'এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নই আমি। আজকাল আমি বরং এক মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার স্বগোত্র আর কি। বেচারি যেন দুর্বুদ্ধির তাড়নায় জড়িয়ে গেছে আমার সাথে।'

হাই তুলল অ্যাজাজেল। তার কাঁটাঅলা ছোট্ট জিভটা গুটিয়ে গিয়ে স্ক্রুর মতো পেঁচাল হয়ে গেল এবং সোজা হতে লাগল আবার।

অ্যাজাজেল মুখ ব্যাদান করে বলল, 'আমার ঘুমের অভাব দেখা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তবে দু'তিন দিনের ভেতর সারতে হবে কাজটা।'

www.banglainternet.com

'হ্যাঁ, কিন্তু কাজটা যদি ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়, সেটা আমি বুঝব কিভাবে ?'

'খুব সহজ,' বলল অ্যাজাজেল। 'স্রেফ ক'টা দিন অপেক্ষা করো, তারপর তোমার বন্ধুটিকে ধাক্কা মেরে দেবে এক চলন্ত ট্রাকের নিচে যদি সে অক্ষত অবস্থায় উঠে দাঁড়ায়, তাহলে বুঝবে সেটা আমার কেরামতি।—এখন তুমি যদি কিছু মনে না করো, তাহলে স্রেফ এই এক দান খেলব আমি, তারপর ভাববো আমার দুঃখিনী মেজ মায়ের কথা। তখন ছেড়ে দেব খেলাটা, আর অবশ্যই বিজয় থাকবে সাথে।'

ভেব না যে, ভিসারিওনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আমাকে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।

'পৃথিবীর কোনো কিছুই আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ?' বলে যেতে লাগল ভিসারিওন। 'তুমি কিভাবে জান, পৃথিবীর কোনো কিছু আমার ক্ষতি করতে পারবে না ?'

'আমি জানি। দেখ, ভিসারিওন, তোমার বিশেষ জ্ঞানভাণ্ডারের কাছে আমি কোনো প্রশ্ন রাখি না। তুমি যখন আমাকে বল সুদের হার নেমে যেতে বসেছে, তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি না—তুমি জান কিভাবে।'

'ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। তবে আমি যদি বলি সুদের হার নেমে যেতে বসেছে এবং তারা যদি সেটা বাড়ানোর চেষ্টা চালায়—তাহলে অর্ধেক সাফল্যও পাবে বলে মনে হয় না। মাঝখান থেকে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়াটাই হবে সার। এখন আমি যদি ধরে বসি, পৃথিবীর কোনো কিছু আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং সেভাবে কাজ করি, শেষে যদি আঘাত পেয়ে যাই, তাহলে সেটা আঘাত পাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু হবে আমার জন্যে।

যুক্তি ছাড়া তর্ক আর কি। তবু চালিয়ে যেতে লাগলাম তর্কটা। আমি তাকে ভজাতে চেষ্টা করলাম, যাতে ওই পদের আমন্ত্রণটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে। বরং যাতে ছলছুতো করে ওদেরকে ক'টা দিন দেরি করিয়ে দেয়।

'দেরির ব্যাপারটা মেনে নেবে না ওরা,' বলল সে, তবে তখনো আমরা জানতাম না ব্ল্যাক ডে'র বর্ষপূর্তি এবং সি ডি আর-এর তিনদিন ব্যাপী শোক পালন আর প্রার্থনা অনুষ্ঠান এমননিতেই পার করে দেবে তিনটে দিন।

www.banglainternet.com

তারপর যখন শোকপালন অনুষ্ঠান শেষ হল, ভিসারিওন আবার বেরিয়ে এল প্রকাশ্যে। একদিন তার সাথে ব্যস্ত রাস্তা পেরোচ্ছি, সে সময় ঘটে গেল ঘটনাটা। কিভাবে কী হয়েছিল, পুরোটা ঘটনা মনে নেই আমার। শুধু মনে পড়ে, হঠাৎ ঝুঁকে পড়েছিলাম জুতোর ফিতে বাঁধতে, তখন ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম তার ওপর। তারপর ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। গুনে দেখি, এক সঙ্গে তিনটে গাড়ির চাকা স্কিড করে এসে থেমেছে ভিসারিওনের সামনে। দুর্ঘটনার ব্যাপারটা যে তার গায়ে একেবার লাগল না– তা নয়। চুলগুলো উস্কখুস্ক হয়ে গেল তার, সানগ্লাস একটু তেরছা হয়ে গেল, তার ডান হাঁটুতে ট্রাউজারের ওপর দেখা গেল একটা তেলের দাগ।

ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করল ভিসারিওন। যেন নিজের মৃত্যুকে কলা দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল, 'ওরা কিছুই করতে পারেনি আমার। বেঁচে গেছি কিছুই করতে পারেনি ওরা!'

এবং পরদিন সে ধরা পড়ে গেল বৃষ্টির ফাঁদে। রবারের বুট, ছাতা বা বর্ষাতি কিছুই ছিল না তার সাথে। বিচ্ছিরি রকমের ঠাণ্ডা বৃষ্টি সেটা। কিন্তু সে ঠাণ্ডা স্পর্শ করল না ভিসারিওনকে। তারপর ভিসারিওন গ্রহণ করল চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব।

চেয়ারম্যান থাকার সময়টা অবশ্যই ভালো কেটেছিল ভিসারিওনের। নিজের ফি-টা সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেয় সে। তাই বলে ক্লায়েন্টরা কিন্ত আগের মতো সেবা পাচ্ছিল না। তবে এ নিয়ে কোনো খেদ ছিল না তাদের। একজন ক্লায়েন্ট তো আর একসঙ্গে সবকিছু আশা করতে পারে না তার কাছে। বিরল সম্মানের অধিকারী এক বিশেষ সমস্যার পরামর্শ নেয়ার সৌভাগ্য লাভের পর আর কী চাওয়ার থাকতে পারে একজন ক্লায়েন্টের ?

এদিকে জীবনটাকেও প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল সে। কোনো সর্দিকাশি নেই। কোনো বিপদ আপদের সাধ্যি নেই যে তকে ধরে। স্বচ্ছন্দে হনহনিয়ে রাস্তা পেরোয় সে, তারা থাকলে তোয়াক্কা করে না লাইটের। রাতের আঁধারে পার্কে ঘুরে বেড়াতে কোনো ডরভয় নেই তার। রাস্তার এক গুণ্ডা একবার ঠ্যাক দিয়েছিল তাকে। বুকে ছুরি ঠেকিয়ে যখন সে টাকা আদায় করতে চাইল, ভিসারিওন স্রেফ তার পাছায় ঝেড়ে এক লাথি কষে চলে এল গটগটিয়ে। ওই এক লাথিতেই গুণ্ডার গুণ্ডামি শেষ।

www.banglainternet.com

চেয়ারম্যান পদে থাকার এক বছর পূর্তিতে আমি তার সাথে দেখা করলাম পার্কের ধারে। বিশেষ দিন উপলক্ষে দুপুরে একটা ভুরিভোজ হয়ে গেল আমাদের। গরমকালের চমৎকার একটা দিন ছিল সেটা, একেবারে ভারতীয় পরিবেশ। পার্কের একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসেছিলাম আমরা। দু'জনই ডুবে গিয়েছিলাম পরিপূর্ণ সুখের ভেতর।

'জর্জ,' বলল সে। 'একটা বছর সুখেই কাটিয়ে দিলাম।'

'শুনে আনন্দিত হলাম,' বললাম আমি।

'যেখানে যত অর্থনীতিবিদ রয়েছেন। সবার চেয়ে সুনাম বেড়ে গেছে আমার। শুধু গেল মাসের কথাই ধরো না। আমি এদেরকে হুঁশিয়ার করে দিলাম, অ্যামালগামাটেড ফেনার সাথে মেশাতে হবে নসেলিডেটেড সাবান। তারপর যে ফলটা পাওয়া গেল, তাতে সবাই রীতিমত বিস্মিত।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে সেটা,' বললাম আমি।

'এবং এখন, আমি তোমাকে প্রথম জানাতে চাই ব্যাপারটা—'

'বল, ভিসারিওন ?'

'প্রেসিডেন্ট আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, এবং আমি আমার সব স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার চুড়োয় এসে পৌঁছেছি।'

মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, এমন একটা খাম আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। খামের বাঁ দিকে ওপরে এমবোশ করে লেখা 'হোয়াইট হাউস'। খামটা যেই খুলেছি, অমনি বিঙ-ঙ-ঙ করে একটা অদ্ভুত শব্দ হল। মনে হল যেন একটা বুলেট শিস কেটে চলে গেল আমার কানের পাশ দিয়ে, চোখের কোন দিয়ে আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম একটা।

এদিকে ভিসারিওন জবুথবু হয়ে পড়ে আছে বেঞ্চির একপাশে। শার্টের সামনের দিকে ভিজে গেছে রক্তে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মারা গেছে সে। ক'জন পথচারী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের পাশে। বাকিরা চিৎকার দিতে লাগল তারস্বরে কিংবা পালিয়ে যেতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

'একজন ডাক্তার ডাকুন আপনারা।' চিৎকার করে বললাম আমি। 'জলদি খবর দিন পুলিশে।'

শেষতক এসে গেল ডাক্তার এবং পুলিশ। তারা রায় দিল, বাতিকগ্রস্ত এক গুপ্তঘাতক অজ্ঞাত ক্যালিবারের এক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করেছে ভিসারিওনকে। বুলেটটি ঢুকে গেছে তার একদম হৃৎপিণ্ড বরাবর। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘাতককে ধরতে পারেনি তারা, খোঁজ পায়নি বুলেটের।

www.banglainternet.com

সৌভাগ্যক্রমে ক'জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিল আমার পক্ষে। তারা বলল, ঘটনার সময় একটা চিঠি ছিল আমার এবং আমি কোনোভাবেই এই অপকর্মের সাথে জড়িত নই। বড্ড অস্বস্তিকর এক সময় ছিল সেটা।

বেচারা ভিসারিওন! ঠিক একটি বছর চেয়ারম্যান থাকতে পেরেছিল সে। এই আশঙ্কাটাই জাঁকিয়ে বসেছিল তার মনে। তাই বলে অ্যাজাজেলের কোনো ত্রুটি ভিসারিওনের মৃত্যু ডেকে আনেনি। অ্যাজাজেল বলেছে, পৃথিবীর কেউ গুলি করে মারেনি তাকে। হ্যামলেট যেমন বিজ্ঞের মতো বলেছিল, সাধারণ ঘটনাগুলোর বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে স্বর্গে আর মর্ত্যে, তেমনি রহস্যময় কিছু ঘটেছে ভিসারিওনের ভাগ্যে।

অকুস্থলে ডাক্তার এবং পুলিশ এসে পৌঁছার আগে, বেঞ্চির কাঠে ছোট্ট একটা ফুটে নজর কেড়ে নিয়েছিল আমার। কালো মতো ছোট্ট কী যেন একটা ছিল ওই ফুটোতে, পেননাইফ দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনলাম সেটা। জিনিসটা গরম ছিল তখনো। ক'মাস পর, চুপটি করে জাদুঘরে গিয়ে দেখে এলাম সে জিনিস। আমার অনুমান নির্ভুল। একটা উল্কার টুকরো ওটা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভিসারিওনের মৃত্যুটা পৃথিবীর কোনো কিছুর মাধ্যমে হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে ভিসারিওন প্রথম মানুষ, যার মৃত্যু হয়েছে উল্কার আঘাতে। আমি সম্পূর্ণভাবে চেপে যাই ব্যাপারটি। কারণ জীবদ্দশায় ভিসারিওন ছিল অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ, ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো পারত পক্ষে অন্যদের জানতে দিত না। অর্থনীতিতে ভিসারিওনের বিশাল অবদান হয়তো ধুয়েমুছে যাবে একদিন, কিন্তু আমি সেটা মেনে নিতে পারি না।

প্রতি বছর যখন তার খ্যাতির শিখরে ওঠার বিশেষ দিনটি এবং মৃত্যু দিবস আসে, আজকের মতো এমনিভাবে বেঞ্চিতে বসে থাকি, আর ভাবি: বেচারা ভিসারিওন! বেচারা ভিসারিওন!

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল জর্জ। আমি বললাম, 'তা—পরবর্তী চেয়ারম্যানদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল ? নিশ্চয়ই মাত্র দু'মাস থাকতে পেরেছিল। পরের জন তিন মাস, এবং তার পর—'

জর্জ বলল, 'অংক সম্পর্কে তোমার বিশাল জ্ঞান আমার কাছে ঝাড়ার কোনো দরকার নেই, বন্ধু। আমি তোমার দুর্ভাগা কোনো পাঠক নই। তারপর আর কেন চেয়ারম্যানের ভাগ্যে করুণ পরিণতি ঘটেনি। কারণ ক্লাবটি বদলে দেয় প্রকৃতির নিয়ম।'

www.banglainternet.com

'ও ? তা—কিভাবে হল সেটা ?'

'আসলে ক্লাবের সব বিপত্তির মূলে ছিল নামটা। অর্থাৎ সি ডি আর। ক্লাব অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস প্রকৃতির সূত্র অনুসরণ করে বিপর্যয় ডেকে আনে এই প্রতিষ্ঠানে। প্রকৃতির বিলুপ্ত হওয়ার সূত্রটি ক্রমশ আয়ু ঝরিয়ে গেছে চেয়ারম্যানদের। নামটাকে সামান্য এদিক-সেদিক করেই বিপর্যয় ঠেকায় তারা। সি ডি আর কে করা হয় সি আর ডি।'

'সি আর ডি-তে কী বোঝায় ?'

'অবশ্যই দ্য ক্লাব অব ব্যনডম ডিস্ট্রিবিউশন,' বলল জর্জ। 'এবং পরবর্তী চেয়ারম্যান অফিসটাতে রয়েছেন আজ দশ বছর ধরে। এখনো দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন তিনি।'

এবং ওয়েটার যখন আমাকে বিল রেখে খুচরো টাকা ফেরত দিতে এল, টাকাগুলো খপ করে রুমালে পুরল জর্জ। রুমালসহ টাকাগুলো বুক পকেটে রেখে দিল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মার্জিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে রওনা হয়ে গেল।

রূপান্তর : অনন্ত আহমেদ

www.banglainternet.com